COTTON CLOTHING (BD) LTD.

Kazi Tower, Sataish road, Gazipura, Tongi, Gazipur.
(A sister concern of Mondol Group)

আদর্শ কর্মপদ্ধতি		
পদ্ধতির নাম ঃ অগ্নি নিরাপত্তা নীতিমালা		
পদ্ধতি নম্বর ঃ এইচ আর,এ এন্ড সি-২০১৫		
সংস্করণ নম্বর ঃ ০২	কার্যকর এর তারিখ ঃ অক্টোবর ১, ২০১৫ইং	পৃষ্ঠা ঃ ০১-০৯

সংস্করণ ঃ

সংস্করণের তারিখ	সংস্করণ নম্বর	বিস্তারিত	কার্যকারিতার তারিখ
০১-১০-২০১৫	০২	অগ্নি পতিরোধ, অগ্নি নির্বাপন, উদ্ধার ও প্রাথমিক নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালা।	০১-১০-২০১৫

প্রতিশ্রুতি ঃ

আমরা কটন ক্লোথিং বিডি লিমিটেড আমাদের কর্মীদের জন্য নিরাপদ এবং অগ্নি ঝুঁকিমুক্ত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর। আমাদের কর্মী এবং সম্পত্তিকে অগ্নি ঝুঁকি এবং দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করার জন্য অগ্নি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ ঃ

অগ্নি নিরাত্তা আইন,২০০৩ ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড,২০১০ আইন সমূহ হল এই পদ্ধতির মূল ভিত্তি।

উদ্দেশ্য ঃ

অগ্নি নিরাপত্তা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে হল নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা, অগ্নি দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহন করা এবং জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে অগ্নি দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য তাৎক্ষনিক প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য ঃ

অগ্নি দুর্ঘটনা মুক্ত কর্মস্থল নিশ্চিত করা।

পরিধি ঃ

কটন ক্লোথিং বিডি লিমিটেড কারখানার স্থাপনা ও সকল শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বিষয়বস্তু ঃ

অগ্নি নিরাপত্তা নীতিমালা হল অগ্নি দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহনের মূলনীতি। এটা হল অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়নের খসড়া।

অগ্নি নিরাপত্তা নীতিমালা ঃ

অগ্নি প্রতিরোধক কার্যক্রম ঃ

দেশীয় মানদন্ড অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রের সব ধরনের অগ্নি প্রতিরোধক ব্যবস্থা চালু করা। প্রশাসন বিভাগ যেখানে অগ্নি প্রতিরোধক ব্যবস্থা চালু করা এবং সুবিধা রাখা প্রয়োজন সেখানে উপযুক্ত অগ্নি প্রতিরোধক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করতে বদ্ধ পরিকর।

অগ্নি প্রতিরোধক ব্যবস্থাপনা ঃ

ক) ফায়ার স্টেশন ঃ

কারখানায় সর্বমোট ১২টি ফায়ার স্টেশন থাকবে। প্রতিটি ফ্লোরে কমপক্ষে ২ টি ফায়ার স্টেশন থাকবে যা ২নং সিঁড়ির কাছে ১টি এবং ১ নং সিড়ির কাছে ১টি নির্ধারিত স্থানে অবস্থিত হবে। এছাড়া ১ টি ফায়ার রিসার্ভ স্টেশন থাকবে লোডিং এবং আনলোডিং এলাকার পাশে যাতে করে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়। প্রত্যেক ফায়ার স্টেশনে কেবিনেট ১টি, লক কাটার ১টি, ফায়ার হুক ২টি, ফায়ার ব্লাঙ্কেট ৩টি, ফায়ার বাকেট ৪টি, ফায়ার বিটার ২টি, হেলমেট ৩টি, গ্লাভস ২ জোড়া, গ্যাস মাস্ক ৩টি,টর্চ লাইট ১টি এবং ১টি রোপ থাকবে।

খ) ফায়ার হোজ পাইপ ঃ

কারখানায় অগ্নি দুর্ঘটনার সময় ব্যবহার উপযোগী সর্বমোট ১২টি ফায়ার হোজ পাইপ থাকবে। প্রত্যেক ফ্লোরে ২নং সিঁড়ির কাছে ১টি এবং ১ নং সিঁড়ির কাছের দরজা দিয়ে ঢোকার স্থানে ১টি করে ফায়ার হোজ পাইপ স্থাপন করতে হবে।

গ) ফায়ার ইস্টিংগুইসার ঃ

কারখানার অগ্নি দুর্ঘটনাকে মোকাবেলা করার জন্য সর্বমোট ১০২টি ফায়ার ইস্টিংগুইসার থাকবে, যার মধ্যে ৩০টি কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর্ব ৭২টি এবিসি ড্রাই পাউডার থাকবে। আরও উল্লেখ্য যে ১০২ টির মধ্যে মোট ৯২টি ফায়ার ইস্টিংগুইসার ফ্লোরে থাকবে প্রতি ৫৫০ বর্গফুট অন্তর অন্তর এবং বাকী ১০টি ফায়ার রিজার্ভ স্টেশনে থাকবে লোডিং এবং আনলোডিং এলাকার পাশে যাতে করে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়। প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে একবার প্রত্যেকটি ফায়ার ইস্টিংগুইসারের প্রেসার, রিফিল তারিখ এবং এর বাহ্যিক গঠন নিরীক্ষণ করতে হবে এবং তার একটি রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে যা প্রতিটি ফায়ার ইস্টিংগুইসারের সাথে সংযুক্ত থাকবে। এছাড়া প্রত্যেক মাসে অগ্নি নির্বাপন কর্মীদের ফায়ার ইস্টিংগুইসারের ব্যবহারবিধি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

ঘ) ফায়ার এলার্ম ঃ

কারখানার অগ্নি দুর্ঘটনায় সকলকে সতর্ক করার জন্য স্বয়ংক্রিয় ফায়ার এলার্ম সুইচ এর্ব প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্মোক ও হিট ডিটেক্টর থাকবে। এছাড়াও প্রতিটি ফ্লোরে হাতে বাজানোর গং বেল থাকবে যা বিদ্যুৎ শক্তি না থাকলেও সকলকে সতর্ক করার জন্য বাজানো যাবে। প্রতি মাসে বহির্গমন মহড়ার সময় ফায়ার এলার্মসমূহ ও গং বেলের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে হবে।

ঙ) অগ্নি নির্বাপণ মহড়া ঃ

প্রতি মাসে ঘোষণা ছাড়াই নিরাপদ বিহর্গমনের জন্য মহড়া করতে হবে। পাশাপাশি প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স বিভাগের সহযোগিতায় অগ্নি নির্বাপণ মহড়ার আয়োজন করতে হবে।

চ) জরুরী বাতি ঃ

কারখানার প্রতিটি ফ্লোরে ও সেকশনে প্রয়োজনীয় সংখক টিআইপিএস সংযুক্ত জরুরী বাতি স্থাপন করতে হবে যা দুর্ঘটানর সময় জরুরী বহির্গমনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। নিয়মিত নিরীক্ষণ এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে জরুরী বাতিকে কার্যকরী রাখতে হবে।

ছ) জরুরী জানালা ঃ

কারখানায় প্রতিটি ফ্লোরে জরুরী জানালা থাকবে যা জরুরী উদ্ধার কাজের জন্য ব্যবহার করা যাবে যে কোন অগ্নি দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে।

জ) অন্যান্য নির্দেশিকা ঃ

নিয়মিত নিরীক্ষণ এবং প্ররিদর্শনের মাধ্যমে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতিসমূহকে সব সময় কার্যকরী রাখতে হবে। রক্ষানাবেক্ষন বিভাগ অগ্নি প্রতিরোধক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অধীনে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতিসমূহকে সর্ব সময়ের জন্যে কার্যকরী রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

অগ্নি নির্বাপক কমী, উদ্ধার কর্মী এবং প্রাথমিক চিকিৎসকগণকে প্রশিক্ষিত করতে হবে। কেউ যদি কোন দল থেকে চলে যায় সেক্ষেত্রে নতুন কাউকে প্রতিস্থাপন করতে হবে। প্রসাশন বিভাগ এই ধরনের বিন্যাসের জন্য দায়বদ্ধ।

জরুরীক্ষেত্রে নিরাপদ বহির্গমনের জন্য নিয়মিত প্রস্ততিমূলক অগ্নি নির্বাপণ মহড়ার আয়োজন করবে। প্রসাশন বিভাগ এ ধরনের ফায়ার ড্রিল ও নিরাপদ বহির্গমনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

কারখানার যেকোন প্রান্ত থেকে বাহির্গমেন পথ নিশ্চিতকরণ সহ অগ্নি বহির্গমনের পরিকল্পনা কর্মস্থলের সকল উপযুক্ত স্থানে লাগাতে হবে। রক্ষনাবেক্ষণ বিভাগ কারখানাতে পর্যাপ্ত পরিমানে বহির্গমনের পরিকল্পনা সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

ঝ) অগ্নি দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ঃ

যে কোন ধরনের অগ্নি দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে নিকটস্থ অগ্নি নির্বাপক কর্মী গ্লাস ভেঙ্গে কেন্দ্রীয় অগ্নি ঘন্টা বাজাবে যখন সে নিজে আগুন সম্পর্কে অবগত হবে। অন্যান্য অগ্নি নির্বাপক কর্মীগণ গং বেল বাজাবে প্রত্যেক ব্যাক্তিকে এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত করার জন্য।

বিদ্যুৎ কর্মীরা যখন কারখানায় অগ্নি দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবগত হতে পারবে সাথে সাথে তখন তারা বৈদ্যুতিক সরবরাহ বন্ধ করবে।

নিরাপত্তা কর্মীগণকে এবং অগ্নি নিয়ন্ত্রনে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষন দিতে হবে কিভাবে ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্সের সাথে এখানে উল্লেখিত নম্বর সমূহে যোগাযোগ করা যাবে- হেড কোয়ার্টার ঃ ৯৫৫৫৫৫৫, ৯৫৫৬৬৬৭, জয়দেবপুর ঃ ৯২৫২৬২৮, টঙ্গি ঃ ৯৮০১০৭০। প্রশাসন বিভাগের ম্যানেজার সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষন দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

অগ্নি নির্বাপক কর্মীগণ সঠিক পরিমাপ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আগুন প্রশমিত করার পদক্ষেপ নিবে।

উদ্ধারকারী দল নিষ্ক্রিয় / সক্ষম / গর্ভবতী / আহত কর্মীদের নিরাপদ বহির্গমনের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নিবে। উদ্ধারকারী দল নিরাপদ বহির্গমনের দিক নির্দেশনা অনুসরন করবে।

প্রাথমিক চিকিৎসকগণ আহত কর্মীদের জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

নিরাপত্তা কর্মীরা যে কোন দুর্ঘটনার সময় অনেক বেশি তৎপর হবেন যাতে করে কারখানার প্রাঙ্গনে অননুমোদিত প্রবেশ এড়ানো যায়।

অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্গানাইজেশন চার্ট ঃ

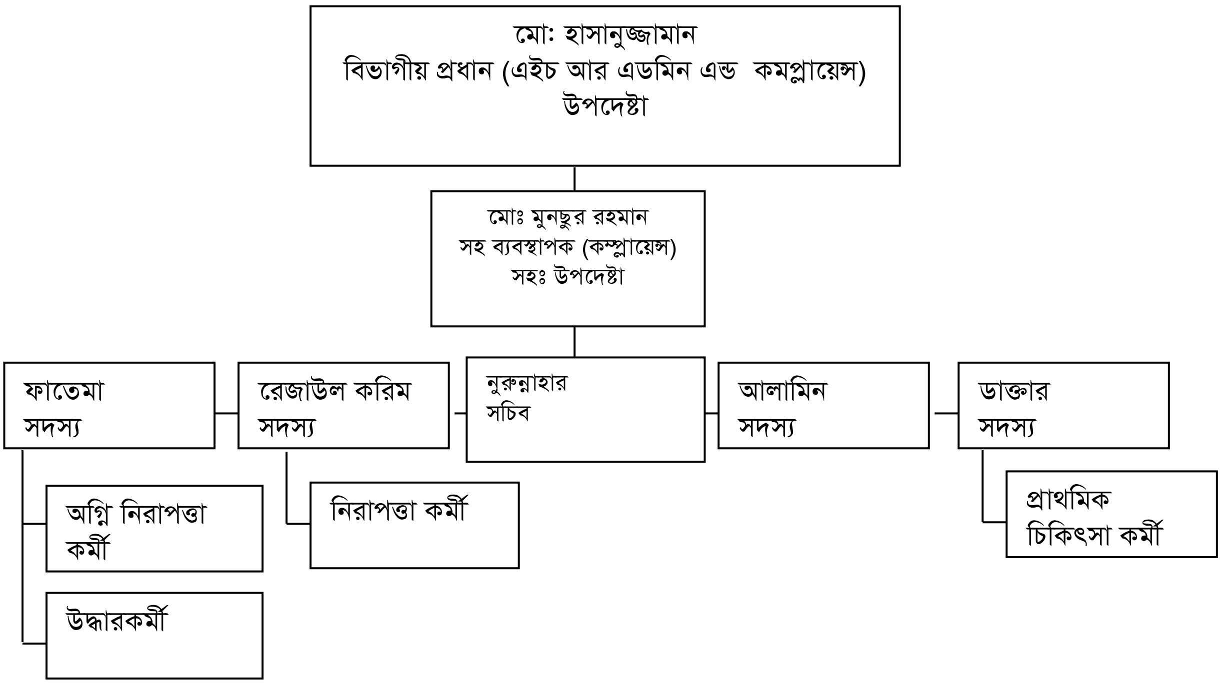

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির দায়িত্ব ঃ

এটা উল্লেখিত যে অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি অগ্নি নিরাপত্তা নীতিমালা কটন ক্লোথিং বিডি লিমিটেড কারখানায় বাস্তবায়নের জন্য বদ্ধ পরিকর। অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্ধারিত কাজের দায়িত্বসমূহ নিম্নে দেওয়া হল ঃ

উপদেষ্টা ঃ (এক ব্যক্তি)

সিনিয়র ব্যবস্থাপনা কর্মী এই পদের জন্য নির্বাচিত হবেন। (মানব সম্পদ এবং এডমিন থেকে)

উপদেষ্টা হিসেবে এই সিনিয়র ব্যক্তির কাজ হল অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কমিটিকে তাদের ভূমিকা নিয়ে সঠিক নির্দেশনা দেওয়া এবং তাদের কার্যাবলীসমূহ নিয়মিত মনিটর করা। (সময়সূচী অনুযায়ী মাসে একবার)

সহঃ উপদেষ্টা ঃ (এক ব্যক্তি)

সিনিয়র ব্যবস্থাপনা কর্মী এই পদের জন্য নির্বাচিত হবেন। (মানব সম্পদ এবং এডমিন থেকে)

সহঃ উপদেষ্টা হিসেবে ব্যক্তির কাজ হল উপদেষ্টা অনুপস্থিততে অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কমিটিকে তাদের যাবতীয় ভূমিকা নিয়ে সঠিক নির্দেশনা দেওয়া এবং তাদের কার্যাবলীসমূহ নিয়মিত মনিটর করা। (সময়সূচী অনুযায়ী মাসে একবার)

সচিব ঃ (এক ব্যক্তি)

উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির সচিব অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ করবেন।

তার নির্ধারিত কাজের দায়িত্বসমূহ ঃ

অগ্নি নিরাপত্তার কমিটির আলোচনার ব্যবস্থা করা এবং উপদেষ্টার পরামর্শ নিয়ে অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির সাথে আলোচনা করা।

সদস্যদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু তৈরি করা। সভায় আলোচনার সারমর্ম সংক্রান্ত মিনিট তৈরি করা যাতে করে প্রত্যেক সদস্যকে সেসব বিষয় সম্পর্কে মনে করিয়ে দেওয়া যায়।

সদস্য ঃ (চার ব্যক্তি)

সদস্যরা তাদের নিয়মিত কজের প্রকৃতি অনুযায়ী নির্বাচিত। তাই তাদেরকে অগ্নি নিরাপত্তা নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য কিছু অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করতে হবে, যা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যে কোন জরুরী বিষয় সমাধান দেয়া।

কোন জরুরী বিষয় সমাধানের অগ্রগতি নিয়ে সচিবের কাছ থেকে আপডেট নেওয়া

সব ধরনের জরুরী বিষয়গুলোর সমাধানসমূহ রেকর্ড রাখা

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির বৈঠকে জরুরী বিষয়গুলোর সমাধানসমূহ নিয়ে পর্যালোচনা করা

কোন জরুরী বিষয় তাৎক্ষনিকভাবে উত্থাপিত হলে, উক্ত সমস্যা থেকে নিবৃত্তির জন্য সচিবের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এছাড়া সচিব নোটিশ ছাড়াই অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির জরুরী সভার আয়োজন করতে পারে।

অগ্নি নির্বাপন দল ঃ (১৫০জন)

কটন ক্লোথিং বিডি লিমিটেড ৬ তলা বিশিষ্ট কারখানা। কারখানার প্রতিটি ফ্লোরে দায়িত্বপ্রাপ্ত অগ্নি নির্বাপন কর্মী রয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ফ্লোরে একটি নোটিশ বোর্ড আছে যাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত অগ্নি নির্বাপন কর্মীদের পরিচিতি উল্লেখ করা আছে। তাদের মূল দায়িত্বসমূহ হল ঃ

প্রধান ডিবি বোর্ডের বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ বন্ধ করা

নিকটতম অগ্নি নির্বাপন কর্মী ফায়ার এলার্ম এবং গং বেল বাজিয়ে সবাইকে সতর্ক করবে।

বিদ্যমান ফ্লোর থেকে নিরাপদে লোকজনকে বের করে আনা।

অগ্নি দুর্ঘটনার উৎসস্থল থেকে সকল দাহ্য বস্ত সরিয়ে ফেলা

অগ্নি নির্বাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।

উদ্ধারকারী দল ঃ (৬৪ জন)

কারখানার প্রতিটি ফ্লোরে দায়িত্বপ্রাপ্ত উদ্ধারকর্মী রয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ফ্লোরে একটি নোটিশ বোর্ড আছে যাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত উদ্ধারকর্মীদের পরিচিতি উল্লেখ করা আছে। উদ্ধারকর্মীদের মূল দায়িত্বসমূহ হল:
বিদ্যমান ফ্লোর থেকে নিরাপদে লোকজনকে বের করে আনতে সহযোগিতা করা।
বাধা বর্হিগমন পথ নিশ্চিত করা।
দুর্ঘটনাস্থল হতে আহত ব্যক্তি/ অক্ষম/ গর্ভবতী মহিলাদের জরুরী বর্হিগমনে সহায়তা করা।

প্রাথমিক চিকিৎসা কর্মীদল: (৩৪ জন)
কারখানার প্রতিটি ফ্লোওে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসা কমী রয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ফ্লোরে একটি নোটিশ বোর্ড আছে যাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসা কর্মীদের পরিচিতি উল্লেখ করা আছে। প্রাথমিক চিকিৎসা কর্মীদেও মূল দায়িত্বসমূহ হল:
অগ্নি দুর্ঘটনার সময় আহত কর্মীদেও তাৎক্ষনিক চিকিৎসা প্রদান করা
প্রয়োজন অনুযায়ী রোগীকে হাসপাতালে প্রেরনের জন্য যোগাযোগ করা।
নিরাপত্তা কর্মীঃ
সকল নিরাপত্তা কর্মী কারখানার নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রশাসন বিভাগ নিরাপত্তা কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত।
রুটিন এবং পদ্ধতি :
অগ্নি নিরাপত্তা নীতিমালার কার্যকারীতা তিনটি ধাপ অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে। যেগুলি হচ্ছে ১) যোগাযোগ,২) বাস্তবায়ন,৩) ফলাফল এবং নিয়ন্ত্রন।

১. যোগাযোগ পদ্ধতিঃ

কর্মকান্ড	পদ্ধতি	কে	কখন	সময়সীমা
১ক।অগ্নি নিরাপত্তা কমিটিকে অগ্নি নিরাপত্তা নীতি বিষয় সম্পর্কে জানানো	সভা / নোটিশ	অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির সচিব	অগ্নি নিরপত্তা নীতির পরিবর্তন হলে।	অগ্নি নিরাপত্তা নীতি বিষয়ক জানানোর ১ দিনের মধ্যে।
১খ। উচ্চ পদস্থ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অগ্নি নিরাপত্তা নীতি বিষয় সম্পর্কে জানানো	সভা / নোটিশ	অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির সচিব	অগ্নি নিরপত্তা নীতির পরিবর্তন হলে।	অগ্নি নিরাপত্তা নীতি বিষয়ক জানানোর ১ সপ্তাহের মধ্যে।
১গ।মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা/সুপারভাইজরি স্টাফদের অগ্নি নিরাপত্তা বিষয় সম্পর্কে জানানো ।	সভা/ট্রেনিং	অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির সচিব	অগ্নি নিরপত্তা নীতির পরিবর্তন হলে।	অগ্নি নিরাপত্তা নীতি বিষয়ক জানানোর ১ সপ্তাহের মধ্যে।
১ঘ। বর্তমান শ্রমিকদের অগ্নি নিরাপত্তা নীতি বিষয় সম্পর্কে জানানো।	সভা/ট্রেনিং/পিএ সিস্টেম/নোটিশ বোর্ড	অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির সচিব	অগ্নি নিরপত্তা নীতির পরিবর্তন হলে।	ট্রেনিং সিডিউল অনুসরন করা হবে।
১ঙ। নতুন শ্রমিকদের সাথে অগ্নি নিরাপত্তা নীতি বিষয় সম্পর্কে জানানো।	সভা/ট্রেনিং/পিএ সিস্টেম/নোটিশ বোর্ড	অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির সচিব	ওরিয়েন্টেশনের সময়	ওরিয়েন্টেশনের শিডিউল অনুসরণ করা হবে।

প্রশিক্ষন মডিউল তেরি ও এটি অনুসরন করা হবে

২. বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ

কর্মকান্ড	পদ্ধতি	কে	কখন	সময়সীমা
২ক। কর্মক্ষেত্রে অগ্নি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়ন করা কটন ক্লোথিং এর প্রধান লক্ষ্য।	যোগাযোগ, নিরিক্ষন এবং মনিটর করা	মনছুর, সদস্য	অগ্নি নিরাপত্তা নীতি প্রস্তুত হলে	নিয়মিত
২খ। কর্মক্ষেত্রে যে কোন ধরনের উত্থাপিত সমস্যা।	সভা ও মনিটর করা		অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির শিডিউল অনুযায়ী সভা।	অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির সভার সাত কর্মদিবসের মধে
২গ। জরুরী বিষয় উত্থাপিত হলে	জরুরী সভা ডাকবে (যদি প্রয়োজন হয়)	অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির সচিব	জরুরী বিষয় উত্থাপিত হওয়ার সময়	অবিলম্বে

৩. ফলাফল এবং নিয়ন্ত্রন পদ্ধতিঃ

কর্মকান্ড	পদ্ধতি (কিভাবে)	কে	কখন	সময়সীমা
৩ক। চেকলিস্ট	-অগ্নি নিরাপত্তা নীতির কার্যকারিতা সঠিকভাবে পরীক্ষা করা। - কর্মক্ষেত্রে অগ্নি নিরাপত্তা নীতি সম্পর্কিত সমস্যা পরীক্ষা করা। -নিয়মিত অগ্নি মহড়ার রেকর্ড পরীক্ষা করা। -নিয়মিত অগ্নি সরঞ্জামের রেজিস্টার পরীক্ষা করা। -প্রশিক্ষন এবং ওরিয়েন্টশনের ব্যবস্থা করা	মনছুর, সদস্য	মাসিক	নিয়োমিত
৩খ। প্রশ্নাবলী কর্মী/ মধ্য পর্যায়ের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা/ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের কাছ থেকে মতামত পেতে প্রশ্নাবলী তৈরি করা	উপরের মত একই পদ্ধতি অনুসরন করা যেতে পারে।	রেজাউল সদস্য	মাসিক	নিয়োমিত
৩গ।আভ্যন্তরীন নিরীক্ষণ	আভ্যন্তরীন অগ্নি নিরাপত্তা সম্পর্কিত নিরীক্ষন পদ্ধতি অনুসরন করা যেতে পারে।	মনছুর, সদস্য	মাসিক	নিয়োমিত
৩ঘ।প্রতিবেদন	-আভ্যন্তরীন অগ্নি নিরাপত্তা সম্পর্কিত	ফাতেমা, সদস্য	মাসিক	নিয়োমিত

	নিরীক্ষন রিপোর্ট তৈরি করা। - আলোচনা সভার আয়োজন করা -মুল কারন বিশ্লেষন -সংশোধনমুলক কার্যক্রম			
৩ঙ।নিয়ন্ত্রন	-অগ্নি নিরাপত্তা সম্পর্কিত নিরীক্ষনের সমস্যাসমুহ ঝুঁকি বিশ্লেষন -প্রতিরোধক ব্যবস্থা -মনিটর করা।	অগ্নি নিরাপত্তা কমিটির সচিব	মাসিক	নিয়মিত

*উত্থাপিত অগ্নি নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ের রুটিন এবং পদ্ধতির ধারা ৩.ক ও ৩.খ সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা তা করার জন্য একটি চেকলিস্ট তৈরি করতে হবে।
**কর্মী/মধ্য পর্যায়ের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা/উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কর্মীদের কাছ থেকে মতামত পাওয়ার জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরি করতে হবে।

যোগাযোগ ও বাস্তবায়নঃ
যোগাযোগঃ যোগাযোগ পদ্ধতি (১) অনুসরন করুন।
বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন পদ্ধতি (২) অনুসরন করুন।

ফলাফল এবং নিয়ন্ত্রনঃ ফলাফল এবং নিয়ন্ত্রন রুটিন (৩) অনুসরন করুন।